Bismillahir Rahmanir Raheem

দি ম্যাসেজ

The Message

VOLUME 2, ISSUE 1 MAR-APR, 2008

আপনি কি পারিবারিক সুখ ও প্রশান্তি খুঁজছেন?

যারা ইমিগ্রেন্ট হয়ে এই উন্নত দেশে আসার স্বপ্ন দেখছিলেন এবং সময়ের ব্যবধানে সত্যই এসে পৌঁছেছেন তারা একটি ভুল দর্শনের উপর বাস করছিলেন এবং আরো কিছু দিন এ দর্শনের উপর টিকে থাকবেন। সর্বপ্রথম এ ভুল ধারণাটা মন হতে ঝেড়ে ফেলে দিন যে, উন্নত বিশ্বে এসে আপনি সুখের নীড় গড়ার স্বর্গরাজ্যে এসেছেন। এক স্বপ্নীল মরীচিকা আপনার দেহ ও মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসেছে। এটি আপনাকে প্রতি মুহূর্তে মিথ্যা আশা দিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর চরম ক্ষতি করছে। সুতরাং এটি হতে আগে পরিত্রাণ নিন। প্রকৃত ধ্বংস এসে আপনার জীবনকে তছনচ করে দেবার আগেই এর ফায়সালা করুন।

দেশে থেকে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারেননি বা উন্নত দেশে আসার কারণে আপনার সুদিন আসবে এমন কোন ভ্রান্ত চিন্তা মন হতে দূর করে দিন। সুদিন, সুখ আর সফলতার সংজ্ঞা শিখে নিন। সংসারের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দই যদি জীবনের একমাত্র মূল্যবান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় তাহলে কিছু শর্ত পালন সাপেক্ষে পরিশ্রম করে গেলে আপনার জীবনে সফলতা আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট, কিন্তু সুখ ও প্রশান্তি নয়। সুখ ও প্রশান্তির জন্য অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য একটি দূর্বল শর্ত।

আপনি আমি যে সমাজ হতে এসেছি সেখানে আপাত দৃষ্টিতে সবচাইতে বড় অভাব অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার। আর এখন যে উন্নত সমাজে বসবাস করছেন এটি সম্পদের জৌলুসে পরিপূর্ণ। এখানকার একজন দিনমজুরও বৎসরে একমাস হলিডে কাটানোর জন্য পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যাবার আর্থিক ক্ষমতা রাখে। এ সাদামাটা হিসেব অনুযায়ী এখন আপনার জীবনের সবচাইতে বড় চাওয়াটি খুব সহজে পূরণ হয়ে গেল। কিন্তু আফসোস, এ সাদামাটা হিসেবের বাইরেও জীবনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিসাব নিকাশ রয়ে গেছে। সবকিছুর অর্জনের পর আপনি চাইবেন মনের শান্তি।

বাকি অংশ ২য় পাতায়...

National Pink Hijab Day

Muslim women all across North America will be donning pink headscarves in every year. October 26, 07 marks the third annual "National Pink Hijab Day", created as an awareness campaign to show that Muslim women are committed to finding a cure for breast cancer. Pink is the national color for breast cancer awareness and Muslim women in the United States and Canada hope to show their collective support for cancer research and to reach out to the mainstream community.

"It started as a simple statement to show Americans that Muslim women are socially active within their communities and are a part of the American fabric,"

See Page-7

Women In Islam

Women and men are equal before God. Both are accountable before God. They equally receive their reward in the Hereafter for their faith good deeds. Marriage is strongly encouraged and is both a legal agreement and a sacred bond. Islam sees every woman, married or unmarried, as an individual in her own right. She has the same right to own property, earn wealth and spend it as a man has. Her wealth does not become the property of her husband after marriage or divorce. A woman has the right to choose whom she marries and, when married, does not change her last name, out of respect for her lineage.

See Page-8

Ayah From Quran

- For Prayer They come to prayer without earnestness; and that they offer contributions unwillingly [Sura At-Tawbah : 54]
- নামাযের জন্য তারা আসে বটে, কিন্তু মনক্ষুন্ন হয়ে; আর দান করে কিন্তু বড়ই বিরক্তি সহকারে। [সূরা তওবা ঃ ৫৪]

INSIDE

রাসূল (সঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য	3	Watch 24 Hours Islamic TV Channel	8
প্রবাসে আপনার সন্তানকে কি শিক্ষা দিবেন.....	5	Haram Food Ingradiants List......	8
কেন কিছু লোকের চেহারা কুৎসিত হয়?.....	6	Non-Profit Islamic Books & Video Services.....	8
অন্টারিওতে মুসলিমদের বিয়ের নিয়ম কানুন	7		

১ম পাতার পর...

আপনি কি পারিবারিক সুখ ও প্রশান্তি খুঁজছেন?

বুক ভরা প্রশান্তি। অথচ যে উন্নত সমাজে আমরা বসবাস করছি এর অধিকাংশ অধিবাসীর মনটা খালি, অন্তরজ্বালায় ভরা এক পাত্র। এখানে সবচাইতে বেশী প্রাচুর্য অর্থের কিন্তু সবচাইতে অভাব শান্তির। সকল চাওয়া পাওয়া শেষে যখন শান্তি নামক সোনার হরিণ খুঁজেও পাওয়া যায় না তখন এ চাকচিক্যময় সমাজের ভদ্র আর উচ্চবিত্ত লোকেরা নাইট ক্লাবে গিয়ে শান্তি খোঁজে। অফিস আদালতে বড় বড় ডিল ক্লোজ করে রাত্রে রিল্যাক্স করে বারে গিয়ে। শরাব পান আর ভাড়াটে মেয়েদের কাছে কয়েক ঘন্টার প্রশান্তি কিনে নেয়। শেষ রাতে দু ঘন্টা ঘুমায় আবার সকালে উঠে অফিস। সবই যাদের আছে তারা নতুন শান্তি খোঁজে আত্মহননের মাধ্যমে। আল্লাহর সৃষ্টি এ মানুষেরা সবকিছু পেয়েও না পাওয়ার ক্ষোভে নিজের জীবন নিজেই শেষ করে দেয়। সুতরাং দয়া করে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দকে একমাত্র সমস্যা মনে করে এর পেছনে ছুটে জীবনের অন্য সমস্যাগুলির সমাধানে কোন প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিজের উপর জুলুম করবেন না। শারীরিক চাহিদা, জৈবিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি আপনার মনের খাদ্য, আত্মিক ও নৈতিক চাহিদা ইত্যাদি পূরণ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ সবকিছুর সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে দেখবেন আপনি অল্পেই তুষ্ট, কারো ঘরে শান্তি নেই কিন্তু আপনার ঘর শান্তিময়।

জীবনের অসুন্দর পরিণতিঃ প্রবাস জীবনে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় রত বহু ভাইবোন প্রাচুর্য আনতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও এর জন্য আপনার আমার প্রচেষ্টার চাইতে উন্নত দেশের শক্তিশালী অবকাঠামো ও শক্ত অর্থনৈতিক ভিতই দায়ী। এমন দেশে থাকলে যে কারো (কুলি, ক্লিনার, পিওন) আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে বাধ্য। এ সাধারণ তত্ত্বকথাটি না বুঝে যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে পরিবারগুলি বহুক্ষেত্রে নিজেদের জীবনকে এলোমেলো করে ফেলেন। কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার অভাবে এসব পরিবারের সন্তানগণ স্থানীয়দের মত একেবারে পাল্টে যেতে পারেন না আবার নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদি ধরে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ফলে এ পরিবারগুলো খুব শীঘ্রই হতাশা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এক দুর্যোগের সম্মুখীন হন। আর এর পরিণতি হয় আরো করুণ। পিতামাতারা সন্তানদের আচরণে দারুণ ব্যথা পান। আফসোস করে বলেন, যাদের কল্যাণের জন্য বিদেশে ইমিগ্রান্ট হলাম তারা আমাদের মুখে চুনকালি মেখে দিল। এমন জানলে এসব দেশে আসার কোন চিন্তাও করতাম না।

কোন কোন দুর্ভাগা পরিবারের সন্তানরা নিজেদের জগাখিচুড়ি মার্কা নতুন সংস্কৃতির আস্ফালন করতে গিয়ে পিতামাতার পক্ষ হতে বাধার সম্মুখীন হন। এতে নতুন সংস্কৃতির ধারক এ তথাকথিত আধুনিক সন্তানেরা অস্বস্তি অনুভব করে। উন্নত দেশের লাগামহীন স্বাধীনতার স্বর্গীয় উম্মাদনা এসব সন্তানদের মাথা গুলিয়ে দেয়, এ স্বাধীনতার অপব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এসব সন্তানরা নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে আপত্তিকর কাজ কর্ম শুরু করে দেয় যা পিতামাতার পক্ষে সহ্য করা মোটেও সম্ভব হয় না। পিতামাতার পক্ষ হতে বাধা পেয়ে এক পর্যায়ে পুলিশ ডেকে সত্য মিথ্যা মিশ্রণে অভিযোগ পেশ করে তাদের অবমাননা করে। পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সর্বপ্রথম পিতামাতাকে সতর্ক করে দিয়ে যায়, এমন কিছু করতে বাধ্য করে যা সে দেশের আইনে অবশ্য করণীয় আর বাংলাদেশী পরিবারের জন্য বিষপান সমতুল্য। ফলে পিতামাতার বিদেশে ইমিগ্র্যান্ট হবার সাধ পূরণ হয়ে যায়।

জীবন সংগ্রামে ভুল নীতিমালা গ্রহণের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীরা স্ত্রীদের উপর চরম জুলুম করেন আবার একই কারণে স্ত্রীগণও স্বামীদের উপর জুলুমের স্টীমরোলার চাপিয়ে দেন। এর প্রভাবে পরিবারের উপর কেবল অশান্তিই নেমে আসে না, বরং পরিবার ভেঙ্গে যায়। এর এমন পরিসমাপ্তি ঘটে যার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয় বলে ভুক্তভোগীরা মনে করেন।

সমস্যা সমাধানঃ আমরা আগেই বলেছি “বিদেশে আসলে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে” এটি একটি ভ্রান্ত চিন্তা। কোন সমস্যাই আল্লাহর অগোচরে আসে না। আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না।

আসমান জমীনের কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে সংঘটিত হয়না এবং তাঁর ক্ষমতা-সার্বভৌমত্ব প্রত্যেকটি বস্তুকেই গ্রাস করে আছে (সূরা আলে-ইমরান আয়াত ২৯ অংশ)।

অতএব নিজের মন ও মস্তিষ্ককে এ ধরনের একটি কুফরী চিন্তা হতে পবিত্র করে নিন। তারপর নিজেকে এ বুঝ দিন যে সকল কল্যাণের উৎস মহান আল্লাহ। তিনি যদি আপনার বিদেশে আসার মাধ্যমে কোন কল্যাণ রাখেন কেবল তাহলেই আপনার সমস্যার সমাধান হবে। আর যদি তিনি কল্যাণ না রাখেন তাহলে কোন অবস্থাতেই কল্যাণ লাভ সম্ভব হবে না। সুতরাং উন্নতি ও কল্যাণের বিশ্বাসটি আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, সিঙ্গাপুর, বা সউদি আরবে বসবাসের মধ্যে নয়। বরং সবকিছুর মালিক আল্লাহর হাতেই সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আসল মালিকের উপর নির্ভর না করে নকল ও ঠুনকো কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন একধরনের কুফরী। এতে মূল মালিক গোস্বা অনুভব করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তিনি অসীম করুণার আধার। যারা মনে করেছিলেন যে সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার জন্য বিদেশে এসেছেন তারাও ভ্রান্ত চিন্তা দিয়ে শুরু করেছেন। নিজের চিন্তা ও নীতিকে আগে শুদ্ধ করে নিন। সারা দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। তাঁর সৃষ্টি হিসেবে আপনি কোন দেশে থাকবেন তাতে কিছু যায় আসে না। স্রষ্টা আমাদের কর্ম বিচার করেন। সর্বাবস্থায় আপনি আমি তার পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের জীবনপদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিচার্য বিষয়। কানাডা, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, জাপান যে দেশেই আমরা থাকি না কেন আল্লাহর হুকুমগুলি কে কত বেশী পালন করল তা গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্যাগ্রস্ত পরিবার ঃ যেসব পরিবার ইতিমধ্যে সমস্যাক্রান্ত তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ রহমতের দোয়া করছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তি সংখ্যায় আমরা সমস্যাগ্রস্ত পরিবার নিয়ে আরো বিস্তারি আলোচনা করবো।

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনের উদ্দেশ্য

-- এইচ চৌধুরী

সমস্ত কল্যান ও সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে যে কিতাব সেই সর্বশেষ ও নিখুত ঐশী কিতাব আল কোরআনের বাহক হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আল কোরআনের বাহকের শুভাগমন হয়েছিল যেহেতু রবীউল আউয়ালের চাঁদে তাই এই চাঁদেই তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা অধিক যুক্তিযুক্ত হয় বলে মনে হয়। আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি মুমিন হিসাবে কোরআনের বাণী হতে এই বলে “হে প্রভু উদ্দেশ্যহীনভাবে তুমি কোন কিছুই সৃষ্টি করনি”। যদি সব কিছুই কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে কোরআনের বাহকের আগমনের পিছনে কোন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিহীত তা আমাদের জেনে নেওয়া অতি আবশ্যক নয় কি? তবে আমরা বিষয়টি সহজভাবে বুঝে নিতে প্রথমে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ তাদের নিজ নিজ বাহককে কিভাবে দুনিয়ার কাছে উপস্থাপন করেছে সংক্ষেপে তার একটু তুলনামূলক আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আমরা জানি দুনিয়ায় মানবজাতির হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের জন্য যত মহা মনীষীদের আর্বিভাব ঘটেছে যারা নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়াকে সত্য ও সত্যবাদীতার সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের এই মহান উপকারের বিনিময় মানুষ আদায় করেছে যুলুম আর অত্যাচারের মাধ্যমে। তাঁদের বিরুদ্ধ বাদীরাই শুধু তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেনি বরঞ্চ বেশীর ভাগেই করেছে তাঁদের ভক্তরা বা অনুসারীগণ। প্রশ্ন আসতে পারে তা আবার কেমন ধরণের যুলুম ছিল? তাতে আমরা বলতে পারি যে দুনিয়ার যে কোন ধর্ম প্রবর্তকের জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তাঁদের ফেলে যাওয়া শিক্ষাগুলো আর গ্রন্থসমূহ কিভাবে অলিক কল্পনা আর কুসংস্কারের পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে যার ফলে অত্যন্ত মুষকিল হয়ে পড়েছে খুঁজে বের করা তাঁদের প্রকৃত জীবনী ও তাঁদের শিক্ষাসমূহ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ্য করা গেল ঃ

গৌতম বুদ্ধ ঃ কেউ বৌদ্ধ ধর্মের গভীর অধ্যায়ন করলে এতটুকু অনুমান করতে পারবেন যে গৌতম বুদ্ধ ব্রাক্ষ্মণ বাদের বহু ক্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একশত বছর যেতে না যেতেই তাঁর ভক্তগণ তাঁকে বানিয়ে দিলেন বিশ্বনিয়ন্তা। ফলে তিনি হয়ে গেলেন বুদ্ধরূপ ধারণকারী এক সত্বা যার আবির্ভাব ঘটে যুগে যুগে বলে বিশ্বাস করা শুরু হয়ে গেল। এমন ধরণের অলিক কাহিনী রচনার ফলে বিষ্মিত হয়ে অধ্যাপক উইলসনের মত পন্ডিত পর্যন্ত এক পর্যায়ে বলে ফেললেন যে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে বৌদ্ধের কোন অস্তিত্ব নেই। অবশেষে কনিষ্কের যুগে কাস্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের এক সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বৌদ্ধ প্রকৃত খোদার দেহিক প্রকাশ বা Physical incarnation.

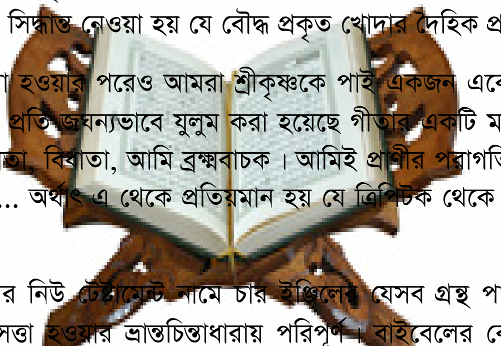

শ্রীকৃষ্ণ ঃ বিকৃতি আর রদবদলের কয়েক পালা হওয়ার পরেও আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাই একজন একেশ্বরবাদী এবং আল্লার সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান হওয়ার শিক্ষাদানকারী হিসাবে। তারপরেও তাঁর প্রতি জঘন্যভাবে যুলুম করা হয়েছে গীতার একটি মাত্র বানীই তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বানীতে বলেন “আমি এ জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, আমি ব্রক্ষবাচক। আমিই প্রাণীর পরাগতি ও পরিচালক, আমি প্রভু, সকল প্রাণীর নিবাস, আমিই আঁধার, আমিই প্রলয় ইত্যাদি ইত্যাদি ..... অর্থাৎ এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে ত্রিপিটক থেকে আরও সামনে এগিয়ে অবতারের পরিবর্তে গীতা কৃষ্ণকে একেবারে খোদার মঞ্চে বসিয়েছে।

ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) ঃ বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট নামে চার ইঞ্জিলের যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায় তাতে ঈসা (আঃ) এর মধ্যে খোদার আত্মপ্রকাশ তাঁর খোদার পুত্র ও খোদার মূল সত্তা হওয়ার ভ্রান্তচিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। বাইবেলের কোথায়ও বলা হয়েছে “মরিয়মের প্রতি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এই বলে ‘তোমার সন্তানকে খোদার পুত্র বলা হবে (লুক ১ ঃ ৩৫)’। কোথাও বলা হয়েছে ‘মসীহ শেষ বিচারের দিন আল্লাহর সিংহাসনে বসবেন এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ফরমান জারী করবেন (মথী ২৫ ঃ ৩১) ’। অন্য এক জায়গাতে বলা হয়েছে ‘যে ব্যক্তি আমাকে দেখলো সে পিতাকে দেখলো এবং পিতা আমার মধ্যে অবস্থান করে তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন (ইউহান্না ১৪ ঃ ৯-১০)’।”

এবার কুরআনের বাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঃ কোরআনুল কারীম রেসালাত সম্পর্কে তার বাহকের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে বাহকের মানুষ হবার বিষয়টি। কুরআন নাযেল হবার পূর্বে বহু শতাব্দীর ধারণা বিশ্বাস এটাকে একটা মীমাংসিত ব্যাপারে পরিনত করে দিয়েছিল যে মানুষ কখনও আল্লাহর রাসূল বা প্রতিনিধি হতে পারেনা। তারা মনে করতো জগতে কোন সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হলে খোদা নিজেই মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ বা কোন ফেরেস্তা বা কোন দেবতা প্রেরণ করেন তাই যখনই কোন নেক বান্দা মানুষের কাছে আল্লার পয়গাম দেওয়ার জন্যে আগমন করতেন তখন বিস্ময়ের সাথে লোকেরা প্রশ্ন তুলতো যে, এ আবার কোন ধরণের রাসূল যে আমাদের মতই একজন মানুষ যে পানাহার করে, ঘুমায়, চলাফেরা করে, নানান অসুবিধা ভোগ করে, রোগগ্রস্ত হয়, সুখ-দুঃখ ও আনন্দ অনুভব করে? মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যাপারেও ঐ একই ধরণের আপত্তি তুলেছিল তাঁর সমকালিন লোকেরা। তাদের যে সকল বাহানার দ্বারা আম্বীয়া (আঃ)দেরকে অস্বীকার করতো এবং যেগুলো দাওয়াতের পথে ছিল একমাত্র প্রতিবন্ধক কোরআন সেগুলোকে জোরালো ভাষায় সমোচিত উত্তর দিয়ে খতম করেছে। এরশাদ হয়েছে “তোমার পূর্বে আমরা যত রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই পানাহার করতো এবং বাজারেও চলাফেরা করতো”। আবারও এরশাদ হয়েছে “তোমার পূর্বেও আমরা বহু সংখ্যক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমরা বানিয়েছি স্ত্রী, পয়দা করেছি সন্তান”। উপরে উল্ল্যেখিত বিশ্লেষণ শুধু মুহাম্মাদ (সঃ) এর ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার অপোনদন করেনি বরং সকল পূর্ববর্তী আম্বীয়াও বুযুর্গানেদ্বীন সম্পর্কিত ধারণারও ইতি টানা হয়েছে।

কোরআন তার বাহকের যথার্থ মর্যাদা নিরূপন করে তার ঐসব কার্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেছে, যেগুলো সম্পাদন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সামগ্রিকভাবে তাঁর এসব কার্যাবলী দুইভাগে বিভক্ত ঃ (১) শিক্ষা বিভাগ, (২) বাস্তব কর্ম বিভাগ।

বাকি অংশ ৪র্থ পাতায়...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনের উদ্দেশ্য

৩য় পাতার পর...

তাঁর শিক্ষা বিভাগঃ এ বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ –

একঃ তেলায়াতে আয়াত, তাযকিয়ায়ে নাফ্স এবং কিতাব ও হিকমাতের তা'লীম। এরশাদ হচ্ছে "আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি সয়ং তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট এমন একজন রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদের আল্লার আয়াত শুনান, তাদের তাযকিয়া (পরিশুদ্ধি) করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অথচ তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)

আল্লার আয়াত শুনানোর অর্থ হচ্ছে -- তাঁর বানীসমূহ হুবহু শুনিয়ে দেয়া। তাযকিয়ার অর্থ ঃ মানুষের জীবন ও আচার-আচরণকে অসৎ কর্মকান্ড, কুপ্রথা ও অন্যায় রীতি-পদ্ধতি থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে তাদের মধ্যে মহৎ গুনাবলী, পূতপবিত্র এবং সঠিক রীতি পদ্ধতির বিকাশ সাধন করা। আর কিতাব ও হিকমতের তা'লীম দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, মানুষকে খোদার কিতাবের সঠিক উদ্দেশ্য ও দাবী বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে এমন অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে করে তারা খোদার কিতাবের মর্মমূলে উপনীত হতে পারে। আর তাদেরকে ঔসব কলা-কৌশল শিক্ষা দেয়া যা দ্বারা তারা নিজেদের জীবনের বিভিন্ন ও ব্যাপক দিক সমূহকে পুরোপুরি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে পারে।

দুইঃ দ্বীনের পূর্ণতা

এরশাদ হচ্ছে "আজ আমি তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পুরোপুরি দিয়ে দিলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামের জীবন ব্যবস্থাকে মনোনীত করিলাম" (সূরা মায়িদাহ ঃ ৩)।

অন্য কথায় কুরআনের প্রেরক তাঁর বাহকের দ্বারা এতটুকু খেদমত গ্রহণ করেননি যে, তিনি আয়াত তেলাওয়াত করবেন, লোকদের আত্মশুদ্ধি করবেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন। বরঞ্চ তিনি তাঁর নেক বান্দাহর দ্বারা এসব কাজের পূর্ণতা সাধন করিয়েছেন। গোটা মানব জাতির যত আয়াত পাঠাবার প্রয়োজন ছিল -- তা সবই তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন।

তিনঃ তৃতীয় কাজ হচ্ছে ঐ সকল মত বিরোধের মর্ম সুস্পষ্ট করে দেয়া যা মূল দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তারপর সেদিনকে যে পর্দায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল তা উন্মোচন করে দেয়া এবং তার মধ্যে মিশ্রিত ভেজাল ও সকল প্রকার জটিলতা দূর করে সে সত্য সঠিক পথ পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত করে দেয়া যা অনুসরণ করা আবহমান কাল থেকে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভের একমাত্র পথ ছিল।

এরশাদ হচ্ছে ঃ "খোদার শপথ (হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বেও আমরা বিভিন্ন জাতির নিকট হেদায়াত পাঠিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদের অপকর্মগুলো তাদের কাছে মনমুগ্ধকর বানিয়ে দিয়েছে। বস্তুত, আজ তাদের সেই পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েছে। আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি শুধু এ জন্যে নাযিল করেছি -- যেনো তুমি তাদের সামনে সে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারো, যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায় এবং এজন্যে যে, এ কিতাব তাদের জন্যে রহমাত ও হেদায়াত স্বরূপ হবে -- যারা তা মেনে চলবে" (সূরা আন্ নহল ঃ ৬৩-৬৪)

"হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমাদের রাসূল এসেছেন। তিনি তোমাদের সামনে অনেক সব বিষয় সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যা তোমরা খোদার কিতাব থেকে গোপন করে রাখো। অনেক কথা আবার মাফও করে দেন। আল্লার নিকট থেকে তোমাদের কাছে একটি আলোক এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পছন্দমতো যারা চলে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখিয়ে দেন। এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।" (সূরা মায়িদাহ ঃ ১৫-১৬)

চারঃ নাফরমানদের ভীতি প্রদর্শন করা, অনুগত বান্দাদের আল্লার রহমতের সুসংবাদ দেয়া এবং আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা।

এরশাদ হলো ঃ "হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্য এবং সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও উজ্জল প্রদীপ হিসাবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৪৫-৪৬)

তাঁর বাস্তব কর্ম বিভাগ ঃ

বাস্তব জীবন ও তৎসংক্রান্ত যেসব দায়িত্ব নবী করীম (সঃ) এর উপর অর্পিত হয়েছিল তা নিম্নরূপঃ

একঃ ন্যায়ের নির্দেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, হালাল ও হারামের সীমা-রেখা নির্ধারণ করা, মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত করা এবং চাপিয়ে দেয়া বোঝা লাঘব করা।

এরশাদ হচ্ছে ঃ "সে তাদেরকে নেক কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্য পবিত্র জিনিষসমূহ হালাল এবং অপবিত্র জিনিষসমূহকে হারাম করে। আর তাদের উপর থেকে সেসব বোঝা নামিয়ে দেয় ও সেসব বন্ধন ছিন্ন করে যার দ্বারা তারা আবদ্ধ ছিল। অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সে আলোর অনুসরণ করবে যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে। তারাই কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭)

দুইঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে হক ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা।

এরশাদ হচ্ছে ঃ "হে নবী! আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি সত্য সহকারে যাতে করে তুমি আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারো, আর তুমি খেয়ানত কারীদের উকিল না হয়ে পড়।" (সূরা নিসা ঃ ১০৫)

তিনঃ আল্লাহর দ্বীনকে এমনভাবে কায়েম করে দেয়া যেনো মানব জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা সেই দ্বীনের অধীন হয়ে যায় এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থা বা দ্বীন তার মুকাবেলায় পরাস্ত হয়ে থাকে।

এরশাদ হচ্ছে ঃ "তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থাসমূহের উপর বিজয়ী করতে পারেন।" (সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৮)

এমনিভাবে নবী করীম (সঃ) এর কার্যাবলীর এ বিভাগটি রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সংস্কার সংশোধন এবং সৎ ও ন্যায়-নিষ্ঠা, সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সকল দিকে পরিব্যাপ্ত। উপরে বর্ণীত আয়াতগুলো কোরআনুল কারীম দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে মুমিনদের তরে ধারণ করে আছে তার বাহকের আগমনের মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে।।

রেফারেন্সঃ নবীর কুরআনী পরিচয়

প্রবাসে আপনার সন্তানকে কি শিক্ষা দিবেন ?

রাসূলুল্লাহ সঃ এর পরিচয়ঃ সন্তানদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির সাথে বিস্তারিত ভাবে পরিচিত করিয়ে দিন। তিনি যে আল্লাহর নবী ও মানবতার শেষ নবী তা বুঝিয়ে দিন। সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন তিনি ছিলেন সবচাইতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছোটদেরও বন্ধু ছিলেন। ছোটরা রাসূলুল্লাহ সঃ কে খুব ভালবাসতেন তিনিও ছোটদের ভালবাসতেন (হাদীস)। আপনার সন্তানকে বলুন যে রাসূলুল্লাহ সঃ শ্রেষ্ঠ মানবদরদী ছিলেন, তিনি যে শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন, সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন, সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, উত্তম স্বামী ছিলেন, আদর্শ পিতা ছিলেন, আল্লাহর সকল সীমার সংরক্ষণকারী ছিলেন, মানবতাবাদী সেনাপতি ছিলেন (সর্বনিম্ন লোক ক্ষয়ে তিনি যুদ্ধ শেষ করতেন, শত্রু পক্ষের আহত লোকদের সেবা করতেন। নারী, বৃদ্ধ, শিশু, পাদ্রী, ধর্মশালা, ফলবতী গাছ, ফসল ইত্যাদি তিনি যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখতেন অর্থাৎ এদের আক্রমণ করতেন না)। এ বিষয়গুলির পেছনে যে ইতিহাস আছে তা গল্পাকারে শুনিয়ে দিন। বলুন আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন শেষ নবী মোহাম্মদ সঃ। ইংরেজীতে এসব বই খুব সহজে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সঃ এর জীবনির উপর মুভি ও কার্টুন পাওয়া যায়।

1) Arrahiqul-Maktum by Shafiur Rahman Mubarakpuri 2) Muhammad by Dr. Martin Lings 3) The Life and Work of Muhammad by Yahiya Emerick 4) Movie: The Message- DVD 5) Catroon: Muhammad (pbuh)- DVD

অন্যায়কে সুস্পষ্ট করুনঃ আপনার সন্তানকে ছোট অবস্থা হতেই ন্যায়, অন্যায়ের বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন। বড়দের সম্মান করার বিষয়টি তুলে ধরুন। সে কোন অন্যায় কাজ করলে ঠান্ডা মাথায়, ধীরে সুস্থে, অনুচ্চ কণ্ঠে বলে দিন যে বিষয়টি অন্যায় এবং সে যেন এটি আর কখনো না করে। ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করুন। সে কোন ভাল কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করুন। আপনার সন্তান যদি কোন আপত্তিকর কথা বলে ফেলে তাহলে সর্বপ্রথম আপনি বুঝুন যে শিশুটি না বুঝেই খারাপ শব্দটি উচ্চারণ করেছে। এখনই তাকে বুঝানোর সময়। সুন্দর করে বলে দিন, যে শব্দ সে ব্যবহার করেছে সেটি ভাল নয়।

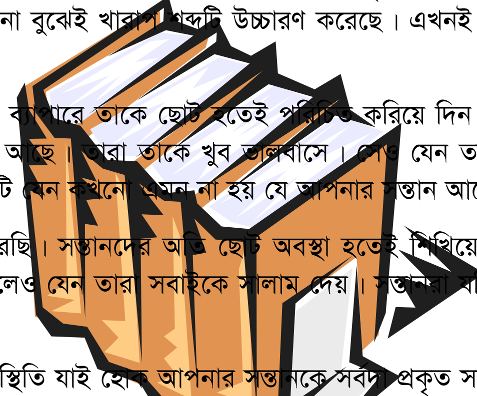

আপনার পিতামাতা ও আপনার স্ত্রীর পিতামাতার ব্যাপারে তাকে ছোট্ট হতেই পরিচিত করিয়ে দিন। তারা যদি দূরে থাকেন তাহলে অন্তত সন্তানদের জানতে দিন যে তার দাদা, দাদি ও নানা, নানী আছে। তারা তাকে খুব ভালবাসে। সেও যেন তাদের ভালবাসে। এ ছাড়া ফুফু, খালা, চাচা, মামা ইত্যাদির সাথেও একই পন্থায় বুঝ দিন। ব্যাপারটি যেন কখনো এমন না হয় যে আপনার সন্তান আদৌ জানে না যে তার একটি ফুফু বা চাচা আছে।

সালামের বিষয়টি আমরা আগেও আলোচনা করেছি। সন্তানদের অতি ছোট অবস্থা হতেই শিখিয়ে দিন বাসায় কোন মেহমান আসলে তাদের দেখা মাত্রই সালাম দেয়া। অন্যের বাসায় বেড়াতে গেলেও যেন তারা সবাইকে সালাম দেয়। সন্তানরা যদি ফোন রিসিভ করে তাহলে সালাম দিয়ে তা শুরু করতে শিখিয়ে দিন।

তারা যেন কোন অবস্থাতেই মিথ্যা না বলে। পরিস্থিতি যাই হোক আপনার সন্তানকে সর্বদা প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরার অভ্যাস রপ্ত করান। স্কুলের কোন ঘটনা, বন্ধুদের সাথে অপ্রীতিকর কিছু, প্রতিবেশীর সাথে অনাকাংক্ষিত কোন ঘটনা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সে যেন কেবল সত্য কথাটি উপস্থাপন করে তা ভাল করে শিখিয়ে দিন। সত্য কথা বলার জন্য তাকে কিছু গিফ্ট দিন। সে যদি অন্যায় করে তা না লুকিয়ে যথাযথভাবে তুলে ধরে, সতর্কতার সাথে তাকে সংশোধন করুন। তাকে এ হিসেব করতে দেবেন না যে সত্য বললেই বিপদ। বরং সত্য বলার কারণে সে যেন সবসময় কিছু না কিছু উপহার পায়।

কিছু বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতাঃ কিছু বিষয় আছে আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে। আপনার যাবতীয় প্রচেষ্টার পরও যদি সন্তান ঠিক না হয় তাহলে কিছু করার নেই। কিন্তু চেষ্টা তদবীর করে যাওয়া আপনার উপর অবশ্য করনীয়। সন্তানদের বন্ধুরা যেন মাঝে মাঝে বাসায় আসতে পারে সে ব্যবস্থা রাখুন। বন্ধুদের বাসায় আসার দরজা যদি বন্ধ করেন তাহলে আপনার সন্তান বিকল্প খুঁজে একেবারে অন্ধকারে চলে যাবে। অর্থাৎ আপনি কিছুই জানবেন না সে কি ধরনের বন্ধুদের সাথে চলে, বন্ধুরা মিলে কি ধরনের তৎপরতা চালায় ইত্যাদি।

সন্তানকে ধূমপানের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরুন। প্রথমে এর খারাপ দিকগুলি তুলে ধরুন। এ ব্যাপারে মৃদু কঠিন নীতি খোলাসা করে দিন। বলুন আপনি কোন অবস্থায় ধূমপান সহ্য করবেন না। এটি একটি ঘৃন্য কাজ। এতে অর্থের অপচয় হয়। মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, শরীরের ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, আশেপাশের লোকদেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। খেয়াল রাখুন সন্তানের কোন বন্ধু ধূমপান করে কিনা। সাধারণত এ খারাপ অভ্যাসটি সন্তানগণ বাল্য বন্ধুদের কাছ থেকে লাভ করে। যদি কোন দিন আপনার সন্তানের মুখ হতে ধূমপানের গন্ধ পান তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করুন। কঠোরতা আরোপ করবেন না। সত্য কথাটি বলার সাহস যোগান। এরপর সুব্যবস্থা নিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতারা চিৎকার করে কথা বলেন। রাগ করেন। গলা ফাটিয়ে সন্তানদের কু-অভ্যাস শোধরানোর চেষ্টা করেন। এ কৌশল ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আপনার সন্তান যেন আপনাকে বন্ধু ভাবে সে ধরনের পরিবেশ তৈরী করুন। ফলে সে কি করে সবই আপনি জানতে পারবেন। আল্লাহ না করুন সে কোন নেশা জাতীয় মাদক সেবন করে কিনা, বা সে ধরনের কোন গ্রুপের সংস্পর্শে চলে যায় কিনা তা কৌশলে খেয়াল রাখতে হবে। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সন্তানদের সাথে নিয়ে ইসলামী ভিডিও দেখুন। এখন ইসলামী ডিভিডি আমেরিকা, ব্রিটেন আর কানাডায় তৈরী হয়। এখানে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা দিনরাত পরিশ্রম করে বিভিন্ন প্রকাশনা বাজারে ছাড়ছে। ব্যাপক হারে পাশ্চাত্য দেশের গুণীজন ইসলাম গ্রহণ করছে। এটা গোটা মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষার বিষয়।

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

কেন কিছু লোকের চেহারা কুৎসিত হয়?

ভাষান্তরেঃ হায়াতুন্নবী

অনেক লোকই উজ্জল ও সুন্দর ছিল শিশুকালে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই আদরের এবং সুন্দর চেহারার বিলুপ্তি ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু কেন এমন হয় তা নিয়ে কখনও ভেবে দেখেছেন কি? ঠিক আছে, আর ভাবতে হবে না চলুন শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে জেনে নেই। যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল ও সৎ তার সেই সততা ফুটে উঠে দ্বীপ্তিশীল হয়ে মুখমন্ডলে, তার সেই সততা উজ্জলা হয়ে পরিচিতি লাভ করে চেহারাতে আর এর বিপরীত হতে দেখা যায় সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলে। ব্যক্তি যতই বৃদ্ধ হতে থাকে ততই বৃদ্ধ হওয়ার নিদর্শন সহজে ধরা পড়ে। এতদনুসারে ছোট্টকালে ব্যক্তির সেই সুন্দর চেহারাখানা, পরবর্তীকালে যে কোনভাবে সে যদি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং পাপের উপর থাকতে বদ্ধপরিকর হয় তখন কুৎসিত আকার ধারণ করে প্রকাশ লাভ করে মনের সেই মনভাব জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর তার বিপরীত দিকটাও ঠিক তেমনিভাবে সত্য।

উদ্ধৃতিঃ বর্ণীত হয়েছে যে ইবনে আব্বাস (রাদীআল্লাহু আনহু) বলেছেন “নিশ্চয়ই সৎআমল হৃদয়কে করে আলোকিত, চেহারাকে করে দ্বীপ্তিশীল, শরীরকে করে শক্তিশালী, রিযিক করে বৃদ্ধি এবং সৃষ্টির হৃদয়সমূহে তৈরী করে ব্যক্তির জন্য ভালোবাসা অপরদিকে পাপাচার হৃদয়কে করে অন্ধকারে নিমজ্জীত, অনুজ্জল করে মুখমন্ডল, শরীরকে দুর্বল করে তোলে এবং ঐ ব্যক্তির জন্যে সৃষ্টির অন্তরসমূহে তৈরী করে ঘৃণা।”

এমনও হতে পারে যে এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়না এমনকি মহা উদ্দ্যোগের সাথে ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করে আর করে যুহদ বা স্বেচ্ছায় জীবনের বৈধ আনন্দসমূহ বিসর্জন দেয়। কিন্তু তথাপি ব্যক্তির মাঝে রয়ে যায় মিথ্যা বা যা সত্য নয় এমন ধরণের আক্বীদা আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, তাঁর রাসূল (সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর দ্বীনদার বান্দাদের সম্পর্কে। আর যা অন্তরে লুকায়িত থাকে তা প্রকাশ হওয়াটা স্বাভাবিক।

যে মিথ্যা আর অসত্য আক্বীদা সে সত্য ও সঠিক বলে যে বিশ্বাস করতো তা ভেসে উঠে তার চেহারায় এবং যে পরিমান মিথ্যা সে ধারণ করে ঠিক সে পরিমান অন্ধকার প্রকাশ পায় তার মুখমন্ডলে।

উদ্ধৃতিঃ বর্ণীত আছে যে উসমান ইবনে আফফান (রাদীআল্লাহু আনহু) বলেছেন “এমন কেহই নেই যে ব্যক্তি তার শয়তানী লুকিয়ে রাখবে আর আল্লাহ তায়ালা তা তার চেহারাতে প্রকাশ না করে ছেড়ে দেবেন এবং যা তার জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হয় তাও।”

প্রথম যুগের মুসলমান বা সালাফীদের কেউ কেউ বলতেন “যদি কোন বেদাতী লোক প্রতিদিন তার দাঁড়িতে রং লাগায় তথাপি বেদাতের রং তার চেহারায় বিদ্যমান থাকবে”। শেষ বিচারের দিন তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেন “কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহ তায়ালার উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব বিশ্রী (কদাকার) হয়ে গেছে, তুমি কি মনে করো জাহান্নাম (এ রকম) ঔদ্ধত্য পোষণকারীদের ঠিকানা (হওয়া উচিৎ) নয়” (সূরা আয্ যুমার ঃ ৬০)। আল্লাহ তায়ালা আরোও বলেন “সে (কিয়ামতের) দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র সমুজ্জল হয়ে যাবে, আবার কিছু লোকের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (ও বিশ্রী) হয়ে পড়বে, সুতরাং যাদের মুখ (সেদিন) কালো হয়ে যাবে (তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে), ঈমানের (নেয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতঃপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসাবে) এ আযাব উপভোগ করতে থাকো।” (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৬)

ইবনে আব্বাস (রাদীআল্লাহু আনহু)সহ কেহ কেহ বলেন “উজ্জল চেহারা হবে যাহারা আহ্লে সুন্নাহ এবং কালো চেহারা হবে তাদের যারা বেদাতী ও বিভেদ সৃষ্টিকারী।

Ref: AJ-JAWAAB AS-SAHEEH (VOL.4 PG. 306-307) BY SHAYKHUL ISLAM IBN TAYMIYYAH (D-728AH/1328CE)

After 1st Page.....

says 20-year-old Hend El Buri, founder of National Pink Hijab Day. It was while attending Rockbridge High School in Columbia, Missouri that El Buri and her Muslim friends decided to wear pink hijabs in support of cancer research. "People would come up to us and ask 'Why are you all wearing pink today? Is it a part of your religious practice?'" says El Buri. "We told them that we wanted to dispel stereotypes that we had been forced to wear the hijab, and that we supported a cause that affects everyone, regardless of race or religion."

Today, Muslim Student Associations all across the continent are participating in the event and will be supporting National Pink Hijab Day with posters saying, "Do you have a question about my pink headscarf? Ask me on October 26th " Women are encouraged to go out in large groups in hopes to encourage questions about their matching headscarves.

National Pink Hijab Day

"I am going out to dinner with a group of seven or eight Hijabi girlfriends on Friday," says Sumaya Abdul-Quadir, a resident of Los Angeles, California. "I participated last year also, and it spurred a lot of great questions about Islam and it's positive treatment of women, so we are hoping to get similar results this year."

Muslim support for breast cancer research is not unprecedented. Teams like the Phoenix, Arizona based "Muslim Women Race for a Cure" have joined the Susan G. Komen Foundation's annual 'Race for a Cure' marathon. El Buri registered her group, "National Pink Hijab Day" with the Komen Foundation this year, and the group has raised over $900 in donations. National Pink Hijab Day gained its momentum with the help of the online social networking website, Facebook.com. The group has grown to over 7,500 current members from the United States, Canada, and Australia.

"I didn't expect it to grow so big," exclaims El Buri. "My intention was to just lend a helping hand to the cause against breast cancer." October is breast cancer awareness month in the United States.

Ref: www.islamicity.com/articles

অন্টারিওতে মুসলিমদের বিয়ের নিয়ম কানুন

কানাডার অন্টারিও প্রদেশের সরকারী নিয়ম অনুযায়ী দু'ভাবে একটি বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে। একটি হচ্ছে সিভিল ম্যারেজ বা বেসরকারী বিবাহ এবং অন্যটি হচ্ছে ধর্মীয় বিবাহ। স্থানীয় আদালতের কোন বিচারক অথবা "জাষ্টিস অব পিচ" উভয়ই শুধুমাত্র একটি ম্যারেজ লাইসেন্সের বিধানের অধীন সিভিল মারেজের বিয়ে সম্পন্ন করাতে পারেন। এ জন্য উপযুক্ত দিন-তারিখ নির্ধারণ ও দু'জন স্বাক্ষী যোগাড় এবং প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করার দায়িত্ব বর ও কনে পক্ষের।

আর ধর্মীয় বিয়ে পড়াতে পারেন এমন একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যিনি স্থানীয় ধর্মীয় উপাসনালয় যেমন মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত এবং অন্টারিও বিবাহ আইন বা ম্যারেজ এক্ট-এর আওতায় বিয়ে পড়ানোর জন্য সরকারীভাবে রেজিষ্ট্রিকৃত ও তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি। বাংলাদেশে তার কাজী পদবী হলেও কানাডায় এরূপ কোন নির্দিষ্ট পদবী নেই। তবে সরকারীভাবে তিনি মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন ইন ইসলাম বা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নামে পরিচিত।

ম্যারেজ লাইসেন্সঃ কানাডার আইন অনুযায়ী আগে মারেজ লাইসেন্স সংগ্রহ এবং তার পর বিয়ে সম্পন্ন হয়। পদ্ধতিগতভাবে ম্যরেজ লাইসেন্স ছাড়া কোন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার বা মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন ইন ইসলাম সরকারীভাবে বিয়ে পড়াতে পারেন না। অনেক সময় অভিবাবক শ্রেণী সব কিছুর আয়োজন করে যখন সবাইকে অনুষ্ঠানে আহ্বান করেন তখন দেখা যায় ম্যরেজ লাইসেন্স সংগ্রহ করা হয়নি অথবা এ ব্যাপারে কোন পক্ষেরই আগে থেকে জানা নেই। এতে সবাই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান। এ পরিস্থিতি বর ও কনের মনকেও বিষাক্ত করতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু ধর্মীয় শর্তগুলো পূরণ করে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু এটা বিধিসম্মত হয় না। যিনি বিয়ে পড়ান তাকে অযথা অসত্যের আশ্রয় নিতে হয়। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, ম্যারেজ লাইসেন্স পাওয়ার পর সেটা তিন মাস পর্যন্ত বৈধ থাকে। এ তিন মাসের মধ্যে যে কোন দিনে বিয়ে হতে পারে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলে নতুন করে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। কানাডার আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য কারও বয়স অন্তত ১৮ বছর হতে হবে। ষোল বছরের কম বয়সে কেউ বৈধভাবে বিয়ে করতে পারে না। ষোল থেকে ১৮ বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তি আইনগত অভিবাবকের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে পারে।

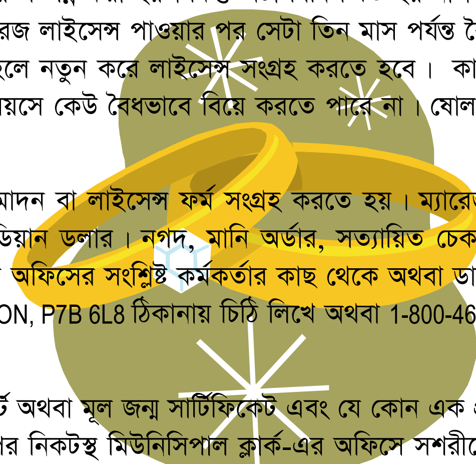

স্থানীয় মিউনিসিপাল অফিস থেকে লিখিত অনুমোদন বা লাইসেন্স ফর্ম সংগ্রহ করতে হয়। ম্যারেজ লাইসেন্সের জন্য বিশেষ ফর্ম হচ্ছে "ম্যারেজ এ্যাক্ট-ফর্ম ৩"। নির্ধারিত ফি হচ্ছে ১৩০ কানাডিয়ান ডলার। নগদ, মানি অর্ডার, সত্যায়িত চেক, ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করা যায়। ফর্ম ৩ স্থানীয় মিউনিসিপাল অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে অথবা ডাক যোগে Office of the Registrar General, P.O. Box 4600, 189 Red River Road, Thunder Bay, ON, P7B 6L8 ঠিকানায় চিঠি লিখে অথবা 1-800-461-2156 বা 416-325-8395 নম্বরে টেলিফোন করে এ ফর্ম সংগ্রহ করা যায়।

বর ও কনে উভয়ের সনাক্তকরণের জন্য পাসপোর্ট অথবা মূল জন্ম সার্টিফিকেট এবং যে কোন এক প্রকারের ফটো আইডি যেমন ড্রাইভার লাইসেন্স, হেলথ কার্ড প্রয়োজন। ফর্ম ৩ যথাযথ পূরণের পর নিকটস্থ মিউনিসিপাল ক্লার্ক-এর অফিসে সশরীরে গিয়ে ম্যারেজ লাইসেন্স শাখায় দাখিল করতে হয়। ফর্মে বর ও কনে উভয়ের স্বাক্ষর প্রয়োজন হলেও ফর্ম জমা দেয়ার সময় যে তাদের কোন একজন উপস্থিত থাকলেই চলে। যে কোন মিউনিসিপাল অফিস থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং লাইসেন্স সহ খাম সংগ্রহ করলেও সমগ্র অন্টারিও প্রদেশে তা কার্যকর থাকবে।

একটি বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার যে, মিউনিসিপাল অফিসে কোন কোন বিচারক ও জাস্টিস অব পিচ অফিসার থাকেন। তাদের পক্ষ থেকে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি করার জন্য লাইসেন্স গ্রহণকারীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাদের দ্বারা কখনও বিয়ে রেজিষ্ট্রি করাবেন না; তা আমাদের ধর্মীয় মতে শুদ্ধ হবে না। তাদেরকে জবাবে বলবেন, "আমাদের মসজিদের ইমাম আমাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রি করবেন। খামসহ আমাদের লাইসেন্স আমাদের হাতে দিয়ে দিন।"

সরকারীভাবে তালিকাভুক্ত যে কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে স্থানীয় মসজিদ বা বাসগৃহে অথবা অন্য যে কোন উপযুক্ত স্থানে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায়। মসজিদের নিজস্ব কোন বইয়ে বর, কনে ও স্বাক্ষীদের সম্বন্ধে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যিনি বিয়ে পড়ান, তিনি বর ও কনেকে চাহিদা মোতাবেক ইসলামী বৈবাহিক সনদপত্র প্রদান করতে পারেন। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার বিয়ে সম্পন্নের দুই দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফর্ম ৭ পূরণ করে রেজিষ্ট্রার জেনারেলের অফিসে প্রেরণ করবেন। নতুন দম্পতিকে নির্ধারিত ফরমে ২২ ডলারের বিনিময়ে রেজিষ্ট্রার জেনারেলের অফিস থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে হয়। দীর্ঘ সাইজের কপি নিতে ২২ ডলার এবং পকেট সাইজ কপি নিতে ১৫ ডলার লাগে। বিয়ের তথ্যাবলী উক্ত অফিসে ৮০ বছর সংরক্ষিত থাকে; অতঃপর সেগুলো অন্টারিও আর্কাইভে পাঠানো হয়।

ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের বিয়ে পড়ানোর মত মহৎ কাজের পারিশ্রমিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নেই। কিন্তু তাকে উপযুক্ত সম্মানী দেয়া একটা কর্তব্য। বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেকেই ধুমধাম ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে থাকেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারকে হাদিয়া বা সম্মানী দেয়ার সময় তারা খুবই কার্পণ্য দেখান। উদার মনোভাব নিয়ে এ সম্মানী দেয়া উচিত; অন্তত ২০০ ডলার দেয়ার চেষ্টা করা দরকার।

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক (এম. এম.), মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন ইন ইসলাম ও ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার, 416-214-9833

After 1st Page

WOMEN IN ISLAM

A woman can seek divorce if her marriage does not work out. Economically, each man and woman is an independent legal entity. Men and women have the right to own their individual property, engage in business, and inherit from others. Both have the equal right to receive an education and to enter into gainful employment, as long as Islamic principles are note violated.

Seeking knowledge is the obligation of every Muslim, male or female. The type of knowledge that is most emphasized is religious knowledge. It is also required within a society to have professionals of both genders available for the benefit of the public. For example, society requires doctors, teachers, counselors, social workers, and many other important vocations. When there is a shortage of qualified personnel, it may become obligatory for women or men to gain expertise in these fields to fulfill the needs of the Muslim community. In this situation, the guidelines of Islam are to be upheld.

Women are encouraged to seek Islamic knowledge, pursue their academic endeavors within the framework of Islam, and strive to fulfill their intellectual curiosity. To prevent anyone from getting an education is contrary to the teachings of Islam.

A man is responsible for maintaining and protecting his family and providing the basic needs such as food, clothing, and shelter for his wife, children, and (if needed) other female relatives in the household. Women are not primarily responsible for this, even if married. The Prophet Muhammad (pbuh) said that the most perfect in faith among believers is he who is best in manners to his wife. *Ref: Islam Is...... – ICNA*

ইন্টারনেটে কুরআন ও তাফসীর (বাংলা/ইংরেজী)

http://www.aswatalislam.net
http://www.tafheem.net/main.html
http://listen.to/banglaquran
http://www.onlinebanglaquran.com/bangla.php
http://www.quraanshareef.com
http://www.banglakitab.com/quran.htm
http://www.tafsir.com/Default.asp
http://www.quranexplorer.com/quran

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients. You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients		
Animal shortening	Investigate	
Collagen (Pork)	Haraam	*Animal fat shortening can be from beef fallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef fallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.
Diglyceride (animal)	Haraam	
Enzyme (animal)	Haraam	
Fatty acid (animal)	Haraam	
Gelatin	Haraam	
Glyceride (animal)	Haraam	
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam	
Hormones (animal)	Haraam	**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number is generally mentioned on the product, if not see the telephone directory.
Hydrolyzed animal protein	Haraam	
Lard	Haraam	
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam	
Monoglycerides (animal)	Haraam	
Pepsin (animal)**	Haraam	
Phospholipid (animal)	Haraam	
Renin Rennet**	Investigate	
Shortening (animal)*	Haraam	
Whey**	Investigate	

Watch Islamic TV Channel

24 hours Free in the Internet - Peace TV & More.....

Free registration: www.islambox.tv

আপনি কি চান?
এই পাশ্চাত্যে আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?

আপনার সন্তান আশপাশের পরিবেশ, School, College, University, TV, Radio, Internet হতে সচেতন ও অবচেতন মনে প্রতিনিয়ত কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্যনূতন কায়দা রপ্ত করছে। হলিউড আর বলিউডের কল্যাণে আপনি, আপনার স্ত্রী এবং সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছেন। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবেই তাদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ে। এবার চিন্তা করুন এসব অখাদ্য কুখাদ্যের বিপরীতে আপনি নিজে ও আপনার সন্তান কি ইনপুট নিচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করুন। সুতরাং আপনি কি সর্তক হবেননা? আপনি কি চাননা আপনার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আপনি কি চাননা আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? তাই সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সামান্য কিছু নৈতিকতার সরবত আপনি পান করাতে পারেন তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি Family Library প্রতিষ্ঠা। আল-কোরআনের তাফসীর, হাদিস গ্রন্থ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ, চার খলিফার বিস্তারিত জীবনি, সাহাবীদের জীবনি, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী তৈরী করুন। নিজে পড়ুন ও সন্তানদের পড়ার উৎসাহ দিন। শিশুপযোগী ইসলামী ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। সন্তানদের সেগুলি উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করুন। হিকমতের সাথে ও তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকুন। ইংরেজীতে এসব বই, ডিভিডি, সিডি খুব সহজেই Cost Price-এ NON-PROFIT ISLAMIC BOOKS CENTRE-এ পাওয়া যায়। যোগাযোগঃ 647-280-9835

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
একটি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা
Editor: Amir Zaman, Digital Support & Published by: Nazma Zaman
Suite # 306, 210 Oak Street, Toronto, ON M5A2C9. 647-280-9835, amiraway@hotmail.com , www.message4all.net